W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

Date : 11.01.2017

Enclosed is the news item clipping of 'Ei Samay', a Bengali daily dated 11th January, 2017, the news is captioned "শিশুর পরিবারের হয়রানি সেরা সরকারি হাসপাতালে

The Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a report within 4(four) weeks i.e., by 18.02.2017 enclosing thereto :

(a) Statement of Sakiruddin, father of Moinuddin, the patient,

(b) Photocopies of Bed Head ticket of the patient, Moinuddin,

(c) Full address and particulars of Moinuddin and his father, Sakiruddin.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.11-01-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

শিশুর পরিবারের হয়রানি সেরা সরকারি হাসপাতালে

ঝিনাম করগুপ্ত

জটিল স্নায়ু রোগে আক্রান্ত বছর খানেকের একরত্তি এক শিশু। বয়সের সঙ্গে মাথাও ক্রমে ফুলে উঠছিল। দিন তিনেক আগে খাট থেকে পড়ে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়। হাসিখুশি ছেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে বোবা হয়ে যায়।

চিকিৎসার জন্য তিন দিন দোরে দোরে ঘুরতে হয়েছে পরিবারকে। শেষে রাজ্যের সেরা সরকারি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পিজি-তে এসেও নিরাশ হতে হয় শিশুটির মা-বাবাকে। প্রথমে আশার কথা শোনালেও পরে ডাক্তার সাফ জানিয়ে দেন, অপারেশন করে লাভ নেই। এমনকি হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে যেতেও অনবরত চাপ দেওয়া শুরু হয়েছে। বিভ্রান্ত ওই গরিব পরিবার। তরুণী মা বুঝে উঠতে পারছেন না, কেন ডাক্তাররা মুখের উপর ছেলের 'মৃত্যু পরোয়ানা' শোনালেন। যদিও শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে যেতে [illegible] লেখেননি।

বিষয়টি 'খতিয়ে দেখছি' বলেই পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন পিজি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য দিকে, পিজি ও বাঙুর ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ঘটনা হল, মইনউদ্দিন নামে ওই বাচ্চাটির মতো প্রত্যেক দিন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অসংখ্য রোগীর পরিজনকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। অভিযোগ, ডাক্তাররা নিয়ম [illegible] জানিয়ে দেন, হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি রেখে কোনও কাজ হবে না। ছুটি করিয়ে নিয়ে যান। তবে কেউই প্রেসক্রিপশনে সেই সুপারিশ লিখে দেন না। কেন লেখা হয় না, সে সম্পর্কে অবশ্য স্বাস্থ্যকর্তারা প্রত্যেকেই মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। আরামবাগ থানার মায়াপুর গ্রামের বাসিন্দা সাকিরউদ্দিন এবং আলেমা বিবির দুই পুত্র সন্তান। ছোট ছেলে বাচ্চা মইনউদ্দিন। বয়স এক বছর তিন মাস। জন্ম থেকেই ছেলের মাথার আকার অস্বাভাবিক ভাবে বড়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিলেন, এটা একটা জেনেটিক রোগ। অপারেশন জরুরি। কিন্তু খরচ অনেক। তবে এখনই অপারেশনের দরকার নেই। খরচের কথা ভেবে মইনউদ্দিনের বাবা পেশায় বেসরকারি গাড়ির ড্রাইভার সাকিরউদ্দিন পিছিয়ে যান। তবে গত শনিবার ছেলের মাথায় চোট লাগার পর তিন দিন ধরে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরছেন।

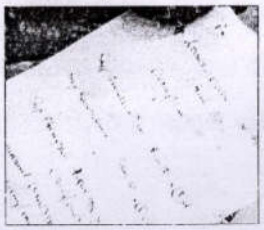

সন্তান কোলে অসহায় মা। (ডান দিকে) সাদা কাগজে লেখা 'প্রেসক্রিপশন' —এই সময়

শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার দুপুরে পিজির মেন বিল্ডিংয়ে শিশু-শল্য বিভাগে একটা ট্রলি বেডে ঠাঁই হয় খুদে মইনউদ্দিনের। বিশাল মাথাওয়ালা খুদে রোগীকে দেখতে ভিড়ও জমে যায়। সাকিরউদ্দিনের ভাই শেখ মকসেদ বলেন, 'এক ডাক্তার এসে জানান, আজকেই বিকেল চারটের সময় অপারেশন হবে। আমরাও সেই মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। গ্রামের লোকজনকেও আসতে বলি।' আশ্চর্যজনক ভাবে অপারেশনের নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে এক চিকিৎসক যা বললেন, তাতে সকলে থ হয়ে যান। সাকিরউদ্দিনদের প্রতিবেশী শুভেন্দু মণ্ডলের অভিযোগ, 'আশ্চর্য ব্যাপার। ডাক্তার এসে মায়ের মুখে উপর সপাটে বলে দিলেন, অপারেশন হবে না। অপারেশন করে বাচ্চাটার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না। মৃত্যুও হতে পারে। বাড়ি নিয়ে চলে যান।' ডাক্তারের মুখে এমন কথা শুনে ওখানেই ভেঙে পড়েন আলেমা বেগম। বাড়ির বাকি লোকজনও তাজ্জব হয়ে যান।

ডাক্তারের সঙ্গে ফের কথা বলতে যান মইনউদ্দিনের বাবা ও কাকা। সব শুনে তাঁদেরও মাথায় বাজ পড়ে। কাকা শেখ মকসেদ বলেন, 'ডাক্তারকে বললাম, আপনারা কাগজে ছুটি লিখে দিন। উনি তা-ও করতে রাজি নন। শুধু বললেন, এই ক্ষেত্রে আপনাদের বন্ড লিখে ছুটি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' কেন লিখবেন না, সেটার কোনও সদুত্তরও দেননি কর্তব্যরত ডাক্তার। ঘটনা হল, এই কথা বলার সময়েই কর্তব্যরত ডাক্তারটি অসুস্থ ওই শিশুর বাবার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে এই ওষুধগুলো খাওয়ান। এখানে রেখে কোনও লাভ নেই।' কাগজে গোটা পাঁচেক ওষুধের নাম লেখা ছিল।

বিভ্রান্ত পরিজন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক ভবনে মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টের খোঁজ করতে গিয়ে ধাক্কা খান। এক নিরাপত্তারক্ষী জানান, সুপার নেই। কখন ফিরবেন জানা নেই। মইনউদ্দিনের বাবা ও কাকারা পিজি হাসপাতালের অধিকর্তার কাছে অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করেন। অধিকর্তা মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেম্বারের বাইরে নিরাপত্তারক্ষীও জানিয়ে দেন, তিনি নেই। জানানো হয়, বুধবার সকালে আসুন। অগত্যা, পরিবারটি বুধবার সকাল অবধি অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মইনউদ্দিনের মা আলেমা বেগম বলেন, 'প্রচণ্ড হাসিখুশি ছিল আমার ছেলে। কী কথা বলত। মাথায় চোট লাগার পর থেকে সব থেমে গেল। কলকাতার এত বড় হাসপাতালে এসেও সুরাহা হচ্ছে না।'